জৈন ধর্ম

প্রাণনাথ মহান্তি

জৈনধর্ম : সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংপর্কতে -

বেদকে স্বীকার করবা ভারতীয় ধামিক মধ্যতে জৈনধর্মহছে অন্যতম ।ধর্ম নিজর নৈতিক আচরণ , যথা - অহিংসা,ত্যাগ, তপস্যা আদি গুণকে মুখ্য বোলে স্বীকার করে । জৈন শব্দর সৃষ্টি হল জীন যাহার অর্থ হল সেই পুরুষ , যে কি মানবীয় বাসনাকাল উপরে বিজয় হাসল করবা । অর্হত বা তীর্থর সেই স্তর ব্যক্তি । তাদের প্রবর্ততি ধর্মকে জৈনধর্ম বলাযাএ ।

জৈনধর্ম দুটি প্রমুখ শাখা হছে দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর । দিগম্বর অর্থ হল - দিগ অছে অম্বর বা বস্ত্র যার অর্থহছে উলগ্ন । এহা হছে অপরিগ্রহ ও ত্যাগর জস্কলন্ত উদাহরণ ।সমস্ত প্রকার সংগ্রহ ত্যাগর এহার মূল লক্ষ । এই শাখার মততে স্ত্রীকে মুক্তি মিলেনা , কারণ তারা সংপূর্ণঞ্ রূপে বস্ত্র ত্যাগ করতেপারবেনা ।এই শাখার মূর্তি মধ্য নগ্ন থাকে । এইঅনুযায়ী শ্বেতাম্বর শাখাদ্বারা মান্য অঙ্গ সাহিত্য মধ্য প্রমাণিত বোলে স্বীকার করেনা । শ্বেতাম্বর অর্থ হল -যারা শুক্ল বস্ত্র পরিধান করে । তারা নগ্নতা বিশেষ গুরুত্ব দিএনা । তাদের মূর্তি কচ্ছা মেরে বস্ত্র পিন্দে । এই দুই সংপ্রদায় মধতে কুনু মৌলিক অন্তর দেখাযাএনা । তাদের নামে মধ্য একটি জৈনধর্ম শাখা আছে । এই মতালম্বীরা উগ্র-সুধাকর রূপে বিবেচিত হএথাকে ।

জৈনধর্মলম্বীরা বিশ্বাস যে এইধর্ম হছে অনাদি ও সনাতন, কিন্তু কালদ্বারা সীমিত। অতঃ এহার বিকাশ ও তিরোভাব ক্রমতে - দুই চক্র (১) উসর্পিণী ও (২) অবসর্পিণী নামতে বিভক্ত । উসর্পিণী অর্থ হল উর্ধ্ব গতি । এহা দ্বারা জীব অধোগতিতে ক্রমশঃ উতম গতি প্রাপ্ত হএ এবং অবসর্পিণী জীবন ও জগত ক্রমশঃ উতমগতি অধোগতিকে প্রাপ্ত হএথাকে ।তাদের মততে - বর্তমান সময় অবসর্পিণী র ৫ম যুগ ভোগ হছে ।

জৈনধর্ম মততে প্রত্যেক চক্রতে চবিশ জণা তীর্থরা থাকে ।প্রচলিত চক্রতে মধ্য চবিশ জণা তীর্থরা অবতরিত হএসারলণি ।এই চবিশ জণা নাম ও বৃত সুরক্ষিত রহেছে । এই মতর আদি তীর্থঙ্কর হছে রুষভদেব । এই সনাতন ধর্মী হিন্দুরা বিষ্ণুর চবিশ অবতার মধ্যতে অন্যতম বোলে গ্রহণ করেছে । এই মানব-ধর্ম (সমাজ-নীতি ও

রাজনীতি)র ব্যবস্থা প্রচলিত হএছে । এই ধমর্র ত্রয়োবিংশ তীর্থ হছে পার্শ্বনাথ ।খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬তে সে নির্বাণ প্রাপ্ত হএছে । চতুবিংশ তীর্থঙ্কর বা জৈনধর্মর অন্তিম প্রবর্তক হছে মহাবীর । এহার জন্ম সময় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ বর্ষ । লিচ্ছবি গণসংঘস্থিত বৈণালি নিকটস্থ কুণ্ডনপুর এহার জন্ম । বাল্যকালে তার নাম ছিল বর্ধমান ।

তিরিশ বর্ষ বয়সতে সে পরিবার ও সাংসারিক বন্দনতে মুক্ত হএ বনকে চলেগেল । বার বর্ষরযাক এক আসনতে বসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারতে মগ্ন রহিবাপরে তার জ্ঞানপ্রাপ্ত ও সর্বজ্ঞাত হল । তাই হছে তার সমস্ত কর্ম উপরে বিজয়লাভ অবস্থা বা জীন । তারপর অষ্টাদশ গুণযুক্ত তীর্থ ভাবে নিজর সিধান্ত প্রচার কিরি মহাবীর রূপে প্রসিদ্ধ লাভ কল । জীবনে বাস্তরী বর্ষ বয়সতে সে অন্তিম উপদেশ দিএ নির্বাণ প্রাপ্ত হল ।

জৈনধর্ম ধামিক উপদেশ হছে মূলতঃ নৈতিকতাপূণ্র্ণ । সেগুণ বিশেষ করি পার্শ্বনাথ ও মহাবীর শিক্ষা ও উপদেশ ঢ়ধ্যতে সংগৃহীত । পার্শ্বনাথ মত অনুসার চারটি মহাব্রত হছে - ১) অহিংসা , ২) সত্য , ৩)অস্তেয় ও ৪) অপরিগ্রহ কিন্তু মহাবীর সেই ব্রহ্মচর্য্য যোগ করি ৫টি মহাব্রত রূপে সিধান্ত ঘোষণা কল । বাস্তবরে জৈনধর্ম মূলধারা হছে অহিংসা । মন, বচন ও কর্ম কাকে দুঃখ নাদিবা হছে প্রকৃত অহিংসা । এহার স্থলে এবং অনিবার্য্য রূপ হছে প্রাণবিধ নাকরবা ।জৈনধর্ম র আচারণ শাস্ত্র অত্যন্ত বিশাল । তার মততে তীর্থঙ্কর হছে অতিভৌতিক পুরুষ । আত্মাকে প্রকৃতি মিশ্রণ উধার করে কৈবল্য প্রাপ্তি অবস্থাতে হছে জৈনধর্ম ও দর্শন উক্কেশ্য । জৈনধর্ম কাহার সহায়তা বিনা নিজর পুরুষার্থ দ্বারা মার্গ বতাছে । ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে এহা বহু পরিমাণ প্রভাবিত করবা সমর্থ হএছে ।

সেই প্রাচীন ধর্মর কিত পরিচয় দিবা উক্কেশ্যতে বৈদিক সাহিত্যর বিশিষ্ট আলোচক শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মহান্তি এই পুস্তক রচনা করেছিল ।এহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকা অবশ্য উপকৃত হবা আমার বিশ্বাস । ক্ষুদ্র হলে হেঁ এই পুস্তক প্রকাশ করবা রাষ্ট্রভাষা সমবায় প্রকাশন নিজেকে গৌরব মনে করে ।

রাষ্ট্রভাষা রোড , কটক - ১ সংপাদক

সূচীপত্র

বিষয়

আগম-গ্রন্থ

আরামর সূচী

অঙ্গমানঙ্কর বণ্র্ঞনা

উপাঙ্গ

প্রকীণ্র্ঞক

ছেদসূত্র

সূত্র

মূলসূত্র

আগমর টীকা

দিগম্বর আরম

ষটখণ্ডাগম

জৈন পুরাণ

জৈনধর্ম

জৈনধর্ম ভারতর মহত্বপূণ্ণঁ ধর্মমানঙ্ক মধ্যতে অন্যতম। কালক্রমতে এহা অনেক প্রাচীন ধর্মরূপে স্বীকৃত। সময় ছিল জখনি জৈনধর্ম এবং বৌধধর্মর পরস্পর কালক্রমে বিষয়তে কোন নিশ্চীত মত ছিলনা, পরন্তু এখন পুষ্টপ্রমাণমানঙ্ক সহায়তাতে জৈনধর্ম বৌধধর্মথেকে প্রাচীনতা সিধ হএছে ।দীঘনিকায়তে জৈনধর্মর অন্তিম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরঙ্ক উল্লেখ তকালীন বিখ্যাতনামা ষট তীর্থমানঙ্ক মধ্যতে নিকণ্ঠনাতপুত নামতে করাগেছে। নিরাণ্ঠ শদ্ব হছেনিগ্রন্থ শদ্বর পালি রূপান্তর মাত্র। ভব-বন্ধনর গ্রন্থিমান খুলাথাকবা জনে মহাবীরঙ্কু এ উপাধী দিআগেছিল। সর্বজ্ঞ, রাগ-ঙ্কেষর বিজয়ী এবং তৈলোক্যপূজিত সিধপুরূষ মানঙ্ক (অহর্ত) দ্বারা প্রচারিত হবা জনে এ ধর্মকে আর্হত বোলাযাএ।রাগদ্বেষরূপী শত্রুমানঙ্ক উপরে বিজয়প্রাপ্ত করবা জনে বর্ধমান জিন নামতে বিখ্যাত হএছিল এবং তাঙ্কদ্বারা প্রচারিতহবা জনে এ ধর্মকেজৈনধর্ম বোলাযাএ।এ নামকরণ মূলতে এ ধর্মর আচার প্রধানতা হিঁ মূখ্য কারণ।

জৈনলোকে নিজধর্ম প্রচারক সিধমানঙ্কু তীর্থঙ্কর বোলাযাএ।তীর্থঙ্কর শদ্বর অর্থহল মার্গ-স্রষ্টা।প্রসিদ্ধি আছে ভিন্ন ভিন্ন যুগতে চবিশ তীর্থঙ্কর এধর্মর প্রচার করেছে।এধর্মর আদ্য তীর্থঙ্কর নাম হল রূষভদেব এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর হল বর্ধমান মহাবীর।মহাবীরঙ্ক আগথেকে পার্শ্বনাথ এ ধর্মর সিধান্তমানঙ্কর

বিপুল প্রচার করেছিল।পার্শ্বনাথ এবংমহাবীর নিসন্দেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তিছিল।পার্শ্বনাথঙ্ক জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে কাশীতে হএছিল।সে সতুরি বর্ষ পর্য্যন্ত জৈনধর্মর উপদেশ দিএ সবাই পর্বত (গয়া জিল্লা) উপরে নির্বাণ প্রাপ্ত করেছিল।মহাবীরঙ্ক জন্ম (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯অঙ্ক- খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭অঙ্ক) বৈশালী(মহাফরপুর জিল্লা বসাঢ নামক গ্রাম)তে জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয়বংশতে হএছিল। তাঙ্ক পিতাঙ্ক নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতাঙ্ক নাম ত্রিশলা। ষাঠবর্ষ বয়সতে সে যতিধর্ম গ্রহণ করে বড কঠোর তপস্যার সাধনা করেছিল এবং তের বর্ষকাল অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসদ্বারা কৈবল্যজ্ঞান প্রাপ্ত করেছিল।তাঙ্কর এবং পার্শ্বনাথঙ্ক শিক্ষাতে সামান্য অন্তর দৃষ্টিগোচর হএ।পার্শ্বনাথ, অহিংসা,সত্য, অস্তেয়,ও অপরিগ্রহ এচারি মহাব্রত প্রণয়ন করে এহা প্রচলন উপরে জোর দিএছিল। পরন্তু মহাবীর ব্রহ্মচর্য্যকে মধ্য ততিকি ঊপাদেয় এবং আবশ্যক মেনেকরে ৫ম মহাব্রত স্বীকার করেছিল।পার্শ্বনাথ বস্ত্রধারণ করবার পক্ষপাতি ছিল,পরন্তু মহাবীর অপরিগ্রহ ব্রতর পূর্তি জনে বস্ত্র পরিধানকে মধ্য ত্যাজ্য করেছিল।এমতন জৈনমানঙ্ক মধ্যতে শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর সংপ্রদায় ভেদ অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে।

মহাবীরঙ্ক মৃত্যুপরে জৈনধর্মকে বিশেষ রাজাশ্রয় মধ্যপ্রাপ্ত হএছিল।মগধর নন্দবংশী নরেশ এবং কলিঙ্গর অধিপতি সম্রাট খারবেল জৈনধর্মর অনুযায়ী ছিল।ইতিহাস সাক্ষী আছে মৌর্য্যবংশর সংস্থাপক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মধ্য জৈনধর্মনুযায়ী ছিল।প্রসিধি আছে

যে চন্দ্রগুপ্তঙ্ক রাজ্যর অন্তিমকালতে বারবর্ষ পর্য্যন্ত এক বড দুর্ভীক্ষ পডেছিল।তখতনি সময়তে পাটলিপুত্রতে জৈনধর্মর আচার্য্য ছিল ভদ্রবাহু ।দুর্ভীক্ষ জনে ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশকে চলেগেল এবং আবার এসে ছিলনা। ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশকে চোলেযাবাপরে সংঘভদ্র জৈনধর্মর প্রধান নেতা হএছিল।সে কঠিন পরিস্থিতিতে ধর্মর কঠোর নিয়মমানঙ্কর যথাবত পরিপালন নাহবার দেখে সংঘভদ্র জৈনচারারে অনেক সংশোধন করেছিল ।প্রাচীন সংঘ নগ্নতার আদর্শর প্রাধান্য ছিল, পরন্তু এখনি মগধ সংঘ শ্বেতাম্বরর(শ্বেতবস্ত্র) ধারণ করবা যতিমানঙ্ক জনে ন্যায়ানুমোদিত বোলি বোলাগেল।এমন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে জৈনধর্মতে দিগম্বর তথা শ্বেতম্বর সংপ্রদায়মানঙ্কর উত্পতি হএছিল। তত্বজ্ঞান বিষয়তে দুইমত মধ্যতে বিশেষ মতভেদ নাহিঁ, পরন্তু আচার বিষয়তে পর্য্যাপ্ত মতভেদ রহেছে।

ভূংক্তে ন কেবলী ন স্ত্রী , মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ ।
প্রাহুষো ময়ং ভেদো, মহান শ্বেতাম্বরঃ সহ ॥

আগম গ্রন্থ

মহাবীর উপদেশ সাস্বত্ব গ্রন্থতে সুরক্ষিত হএছে ? এহার উত্তর দুত সংপ্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপদিএ ।শ্বেতাম্বর সংপ্রদায়র কথন হল আজকাল জৈন আগম হছে । পরন্তু দিগম্বর সংপ্রদায়র আস্থা রাখেনা । এই আগমন দিগম্বর আগম মানবা প্রস্তুত নই । এই সব আগমন লিপিবধ হএ ইতিহাস উপলস্ক ডএ তাৎ মধ্য

অত অব্যবস্থিত যে সমগ্র জৈন-আগমন মহাবীর বাণী মানবা মধ্য প্রস্তুত নই ।

মহাবীর ততকালীন লোকভাষাতে উপদেশ দিছিল । এই লোকভাষা নাম হল অর্ধমাগমী বা আর্ষ প্রাকৃত । মহাবীর প্রধশড় ঘণধর (শিষ্য)ছিল গৌতম ইন্দ্রভূতি , যে মহাবীর উপদেশকে ১২ অঙ্গ তথা ১৪ পূর্ব নিবিধ করেছে । এই অঙ্গ এবং পূর্ব সেই গ্রন্থনাম । যাই মহাবীর মুখে শিক্ষালিপি রূপে নিবিধ করেছিল । যেই বিদ্বান সেই অঙ্গ এবং পূর্ব পরগামী পণ্ডিত হছে তাকে শ্রুতকেবলী বলাযাএ । মহাবীর নির্বাণ পরে তিন জণা জ্ঞানি এবং ৫জণা শ্রুতকেবলী ছিল। এহার মধ্য অন্তিম শ্রুতকেবলী ছিল ভদ্রবাহু এই ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশ জাবাপর স্থলভদ্র যেকি জৈনসংঘর প্রধান ছিল । আগমর রক্ষাকরবা পাটলিপুত্র যতি এক মহান সভা বসল । এই সভাতে ১১ অঙ্গ(গ্রন্থ) সঙ্কলিত ছিও এবং ১৪ পূর্ব অবশিষ্ট ভাগ একত্র করে দ্বাদশ অঙ্গ নির্মতি করল । যাহার নাম রাখল দিট্টিবাদ (দৃষ্টিবাদ) । পাটলিপুত্র সঙ্কলিত এই ঙঘ ঢ়ধ্য কালক্রমে ধীরে ধীরে অব্যবস্থিত হল । এহাপর মহাবীর নির্বাণ দশম শতাব্দী (খ্রীষ্টাব্দ ৪৫৩তে) পুনর্বার সভা করল যাতে ১১ অঙ্গগ্রন্থ ইঙ্কলন হল । দ্বাদশ অঙ্গ সেইসময়তে লুপ্ত হল । এই সভার সভাপতি ছিল দেবর্ধগণি ক্ষমাশ্রমণ ।

আগমর সূচী

শ্বেতাম্বরদের সঙ্কুর্এঃ জৈন আগম ছ্অ ভাগতে বিভক্ত । সেই মতে ক্রমতে হল -

ক) অঙ্গ - এহার সংখ্যা হছে ঐগার । যথা (১) আচারঙ্গ , ২) সূত্রকৃতাঙ্গ ৩) স্থানাঙ্গ , ৪) সমবায়াঙ্গ ৫) ভগবতীসূত্র ৬) জ্ঞাতাধর্মকথা ৭) উপাসকদশ , ৮) অন্তকৃতদশা ৯)অনুতপপাতিক দশা ১০) প্রশ্নব্যাকরণ এবং বিপাকসূত্র

খ) উপাঙ্গ - এআর সংখ্যা হছে বার । যথা - ১২) ঔপপাতিক ১৩) রাজপ্রশ্ব, ১৪) ঝঙ্গঁশধত্তাম ১৫) প্রঝ্এ্রাপনা ১৬) জম্মুদ্বীপ প্রঝ্এ্রপ্ত ১৭) ছড়্যধফ্যঝ্এ্রপ্তি, ১৯) নিরয়াবলী ২০) জল্পাবতংস ২১)পুষ্পিক ২২) ফউষ্পচুলিক এবং বৃষ্ণিদশা ।

গ) ফ্যখঙ্গর্ণক - এআর সংখ্যা হছে দশ । যথা -২৪০ চতুঃশণণ ২৫)আতুর প্রত্যাখ্যান ২৬) ঙখ্থ ফত্তঝ্এ্রা ২৭) সংস্তার ২৮) তণ্ডুলবৈতালিক ২৯) চন্দ্রবেধক, ৩০) দেবেন্দ্রস্তব ৩১) ঘণিবিদ্যা ৩২) মহাপ্রত্যাখ্যান এবং ৩৩) বীরস্তব

ঘ) ছেদসূত্র : এআর সংখ্যা হছে ছঅ । যথা - ৩৪) নিশীথ ৩৫) মহানিশীথ, ৩৬) ব্যবহার ৩৭) আচারদশা বা দশাশ্রুত স্কন্দ ৩৮) বৃহত কল্প এবং ৩৯) কল্প অন্তিম গ্রন্থর স্থানতে জিন ভদ্র রচিত জিন কল্পর মধ্য গণনা করাযাএ ।

ঙ) সূত্র - এহার সংখ্যা হছে দুই । যথা - ৪০) নন্দীসূত্র ৪১) অনুযোগদ্বারা সূত্র

চ) মূলসূত্র - এহার সংখ্যা হছে চার যথা - ৪২) উতরাধ্যয়ন ৪৩) আবশ্যক ৪৪) দশবৈকালিক এবং ৪৫) পিণ্ড নিযুক্ত । তৃতীয় এবং চতুর্থ মূলসূত্র নাম এবং পাক্ষিক সূত্র মধ্য লেখাগেছে ।

উপযুক্ত সুচী দেখলে স্পষ্ট প্রতীত হএ যে অত গ্রন্থর রচনা কুনু এক কালেরচনা হতে পারেনা । এহার প্রাচীনতম ভাগ মহাবীর শিষ্য সহিত সম্বন্ধ এবং অর্বাচীন তম ভাগ দেবগণ সময় রচনা । এমন এই সমগ্র গ্রন্থরাশি রচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ আরস্ক করে খ্রীষ্টপর ৪০ পর্য্যন্ত হএছিল ।

(ক) অঙ্গদের বর্ণ্ণনা

১) প্রথম অঙ্গ হছে আচারঙ্গ সূত্র । এহার দুটি বড বড ভাগ হছে যাকে শ্রুতস্কন্দ বলে । এই গ্রন্থতে জৈন সাধুর আচার বিস্তৃত বর্ণ্ণনা আছে ঃ ফ্যথম ভাগ দ্বতীয় ভাগ অপেক্ষা প্রাচীনতম । গ্রন্থর শৈলী ভাষণ অনুরূপ যাকে পঢলে জাণাপডে কুনু বক্তা ব্যাখ্যা করছে । দ্বিতীয়খণ্ড অপেক্ষাকৃত নবীন অটে , এহার অঙ্গমান নাম হল চূডা যাহার সংখ্যা হছে তিনি । প্রথম দুৎ চূডাতে ভিক্ষাবৃত তথা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী । তৃতীয় চূডাতে মহাবীর জিবনচরিত্র রহেছে ভদ্রবাহু স্বকৃত কল্পসূত্র

করেছে ।

২) দ্বীতীয় অঙ্গ হছে থউথ্যখৃতাঙ্গ । এই সাধু জীবনচর্য্যা বণ্র্ঞনা সহিত জৈন মত প্রধান খণ্ড অছে । এহা মধ্য দুই ভাগ আছে ।এই গ্রন্থ বিভিন্ন ছন্দতে নির্মতি । উপদেশ শিক্ষাপ্রদ সুন্দর দৃষ্টান্ত অবতরণ করাগেছে ।মনুষ্য বন্দন দুৎ প্রধান পাশ হল - কামিনী এবং কান । এহার ফান্দ নাপড়ে যতি বিশেষ উপদেশ দিআগেছে । কামিনী জালতে পড়ে যতির দূরবস্থা

৩)তৃতীয় অঙ্গ হল স্থানাঙভ -এই বৌদ্ধরা অঙ্গতর নকিয় সমান আরস্ক ক্রমে পাণ্ডিত্য বিবেচনা করাযাএ ।

৪) চতুর্থ অঙ্গ হছে সমবায়াঙ্গ : এইটিতে তৃতীয় অঙ্গ বিষয় অধিক বণ্র্ঞনা করাগেছে ।এই তৃতীয় অঙ্গর পরিপূরক বোলে বলাযাএ ।

৫) পঞ্চ অঙ্গ হছে ভগবতী সূত্র । মহাবীর চরীত্র জাণবার জনে এই বহি বহু বহু উপযোগি ।মহাবীর দৈবীগুণ সহিত মানবীয় গুণ বণ্র্ঞনা করাগেছে । এহার বহু আখ্যান সংগ্রহ করে মহাবীর শিক্ষিত জনতাকে রোচক করিএছে ।

৬)ষষ্ঠ অঙ্গ প্রকৃত নাম হছে নায়াধম্মকহাত এবং এহার সংস্কৃত নাম জজ্ঞাত ধর্ম কথা ।জ্ঞাত এক রকম বিশিষ্ট কথা ।সাহিত্য দৃষ্টিতে এই কথা অতি সুন্দর । বৌদ্ধ ধর্মতে জাতক অতি মহত্ব । শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়কতে মল্লী নামে এক ব্যক্তি ছিল । দিগম্বর লোক আকে পুরুষ বোলে মানে পরন্তু শ্বেতাম্বর সংপ্রদায়ক লোক আকে স্ত্রী বোলে মানে । এই গ্রন্থতে উল্লেখ আছে যে মল্লীকে বিবাহ করবার জনে অনেক পুরুষ

এসেছিল ।

৭) সপ্তম অঙ্গর নাম হছে উপাসদসাও (উপাসকদশা)। এই গ্রন্থতে উপাসকদের কর্তব্য বণ্র্ঞনা করাগেছে । উপাসকরা কুথাএ রহিবা উচিত এবং কুন কার্য্য করবা উচিত তাই বণ্র্ঞনা করাগেছে । এই গ্রন্থতে সহাজপুত নামক কথা রহেছে ।যাই অনেক দৃষ্টিতে মহত্বপূণ্র্ঞ । পরন্তু মহাবীর তাকে বিভিন্ন উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত করে নিজের শিষ্য করল ।

৮-৯) অষ্টম এবং নবম অঙ্গ এক প্রকার এবং সাহিত্য দৃষ্টিতে এই দুই অঙ্গ মহত্ব অধিক নই ।অষ্টম অঙ্গর নাম অন্তকৃতদশা অর্থাত যে সংসারকে অন্ত করে ।এই গ্রন্থতে দশটি পরিচ্ছেদ আছে পরন্তু আজকাল আঠটি অধ্যায় মাত্র উপলবধ ।

নবম অঙ্গর নাম অনুতরৌপপাতিকদশা অর্থাত সবথিকে উচ্চ স্বর্গ প্রাপ্ত ।আজকাল তিনটি অধ্যায় মিলছে । এহা বহুত সূত্র রূপে লিখিত ।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরিত জৈন দৃষ্টিকোণতে বণ্িঞত

১০) দশম অঙ্গর নাম প্রশ্নব্যাকরণ । এইটিতে জৈনধর্ম উপদেশ বিষয় প্রশ্ড় ও তার সমাধান আছে । এইটি জৈনধর্ম সিধান্ত উপন্যাস আছে ।

১১) একাদশ অঙ্গর নাম বিপাকসূত্র । বিপাক অর্থ হল কর্মর পরিপক্ক ।অতঃ শুভ এবং অশুভ কর্মর ফল এই অঙ্গতে বণ্িঞত হএছে । মহাবীর এই পূর্বজন্ম খথা কহে কর্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয় বুঝাগেছে ।

খ) উপাঙ্গ

১)প্রত্যেক অঙ্গ সহিত এই উপাঙ্গ সম্বন্ধ আছে । উপাঙ্গ সংখ্যা হল ১২ ।প্রথম উপাঙ্গ নাম ঔপপাতিক । এহার প্রথম ভাগ মহাবীর পূণ্যভদ্র মন্দির যাত্রা কথা । মহাবীর জুন উপদেশ দিএছে তাই কর্ম বিষয় ।

২) দ্বিতীয় উপাঙ্গ নাম হছে রাজপ্রশ্ন । এইটি রাজা পয়েসী এবং জৈন সাধু কেশী বিষয় লিখা আছে । পরন্তু কেশী যুক্তি দ্বারা উন্দ্রয় আত্মার সিধ কল এবং রাজা পয়েসী জৈনধর্ম দীক্ষিত হল । এই কথা ধার্মকি দৃষ্টিতে তত রোচক ।

৩-৪) তৃতীয় এবং চতুর্থ উপাঙ্গ নাম হছে জীবাধিরাম এবং প্রজ্ঞাপনা ।প্রথম গ্রন্থ তে জগতর প্রাণী দর্শন আছে এবং সমুদ্র, দ্বীপ, দেবলোক আদি দর্শন বিশেষ রূপে করাগেছে । দ্বীতীয় গ্রন্থতে মনুষ্য ভিতরে নানরকম - আর্য্য , অনার্য্য ও ম্লেছ বিস্তৃত বিবরণী আছে ।

ডবল্যু এস. লিলিঙ্ক মতরে- বৌদ্ধধর্ম নিজ জন্ম ভূমিতে জৈনধর্ম রূপে উজীবিত। ভারতরে জখন বৌদ্ধধর্মর বিলোপ হল, তখনি জৈনধর্ম লোকপ্রিয় হল।

ওরমত এচ. এচ. উইলসন মধ্য জৈনধর্মকু বৌদ্ধধর্মর একৱাখা বোলি বোলেছে।

জনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মধ্যরে সাম্যগত গুণ পরিলক্ষিত হেবাথেকে বিস্কজন এমন মত প্রদান করেছে।বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক ছিল, যদিচ মহাবীর জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধ কনিষ্ঠ ছিল। দুজনের জন্ম ভারতর এক প্লান্তরে হএছিল এবং দুজন ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করছিল। জৈন-পরমপরা অনুযায়ী রুষভ প্রথম তীর্থঙ্কর এবং মহাবীর হছে

অন্তিম তীর্থঙ্কর সেমন বৌদ্ধ সাহিত্যতে মধ্য উল্লেখ আছে দীপঙ্কর প্রথম বুদ্ধ এবং গৌতম হছে সর্ব্বষে বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ জবে তাঙ্ক মাতাঙ্ক গর্ভরে গর্ভস্থহেল, ওদিন তাঙ্ক মা মায়াদেবী এক শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখছিল।ওরমত মহাবীর জবে গর্ভস্থ হল, সেদিন তাঙ্ক মা ত্রিশলা মধ্য শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখছিল। জৈনধর্ম্মশ্রবণ-ধর্ম থাকে। ভগবান বুদ্ধঙ্ক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজঙ্কে শ্রবণ ভাবে পরিচয় দিছিল। পালি ত্রিপিটকতে মধ্য বুদ্ধঙ্কু মহাশ্রবণ বোলেছে।

উভয় র্দ্ধনর পট্টভূমি ছিল নৈতিকতা।জৈন-র্দ্ধনর সম্যক র্দ্ধন, সম্যক-ঞ্চগান এবং সম্যক চরিত্রকে স্বীকার করে।এহা বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গর এক সংক্ষিপ্তকরণ বোলে ভুল হবেনা। জৈনরা মানসিক কর্ম এবং শারীরিক কর্মর পরস্পর সমঙ্কে বিশ্বষে মত্ব দিসছে। বৌদ্ধ-র্দ্ধন মধ্য মানসিক কর্মকু এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান দিএছে।

বুদ্ধ এবং মহাবীর কবে নিজকে নূতন চিন্তাধারার বোলে দাবি রছিলনা।মহাবীর জৈন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথঙ্ক সারত্ত্বকু পরিমার্জতি করে উপদ্বে দিছিল। বুদ্ধ মধ্য বোলছিল, সে এক সংস্কারক মাত্র। উভয় মুখ্য উদ্দ্যে ছিল , যন্তণা ক্লিষ্ট মানব-সমাজকে দুঃখ পরিবারকে পরিত্রাণ করে মুক্তির পথ সংর্দ্ধন করছিল । দুহেঁ ততকালীন বৈদিক কর্মকাণ্ড , জঞ্জ-পদ্ধতি , জন্মগত জাতিভেদ, হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ তীব্র বিরোধ করছিল । বচদ্ধ আর মহাবীর ভাগ্যবাদী ছিলনি । তাদের মতে আমরা কর্মথিকে উপজাত আর কর্মদ্বারা অমরা আমাদের ভাগ্য নিরূপণ করেথাকে ।

বৈদ্ধ আর জৈন র্দ্ধন পরিলক্ষিত হএ উপযুক্ত সাম্যগুণ থাকজনে আর মহাবীর অপেক্ষা বুদ্ধ অধিক লেকপ্রিয় হএছে কত দ্ধনিক জৈন-র্দ্ধনকে এক স্বতন্ত র্দ্ধন বোলে বিচার করেথাকে । কিন্তু জৈনধর্ম স্বতন্তরূপে বিকশিত হএছে আর এহা বৈদ্ধধর্মর একশাখা নই , তাহা প্রমাণ করেছে জর্মান বিদ্বান যাকোবী । সংপাদিত গল্পসূত্র ভূমিকাতে আর জর্জ বুল তাদের রচিত ভারতের জৈন-সংপ্রদায় পুস্তকতে । ষ্টিভেনসন মধ্য বহু গবেষণা করে জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্মথিকে স্বতন্ত বোলে সিদ্ধ করেছে । কিন্তু এই দুই বিচারধারাতে মৌলিক উপাদান হিন্দু-ধর্ম বিদ্যমান. তাই অস্বীকার করতে হবেনা । হিন্দুদের সন্যাস ধর্ম আর সন্যাসীদের কর্ত্তব্য আর বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জনে নির্দ্ধারিত ব্রতমধ্য
সাম্য দেখতে মিলে , তাই বিচার কলে জাণাযাএ ভিক্ষুসংঘ জনে নিয়ম প্রণয়কলে জৈন বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সন্যাসধর্ম মৌলিক উপাদান গুণ বিশেষ অনুকরণ করেছে ।তাইজনে প্রমাণিত হএ যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম এক শাখা নই । যেমতন হিন্দুধর্ম প্লাচিনতা অবিসংবাদিত আর বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম সংস্থাপক মহাবীর সমসাময়িক, তাইজনে জৈনধর্ম স্বতন্ত ধর্মরূপে বিকশিত । টেলর এহি তথ্যকে পুষ্ট করতে যাতে ষ্টিভেনসন গন্থ : দি হার্ট অফ জৈনিজম: মুখবন্ধ লিখেছে - :জৈন সিদ্ধান্ত বিদ্রো কন্যা হলে মধ্য সে ব্রাহ্মণ্যবাদ কন্যা তাই সর্বদা মনে রাখতেহবে ।

তীর্থঙ্কর

জৈনধর্ম পৃথিবীর প্লাচীনতম ধর্ম মধ্য অন্যতম । জৈনঙ্ক অনুযায়ী তাঙ্ক

ধর্ম অনাদি আর কালথিকে প্রচলিত ।প্রত্যেকযুগে চব্বিগোটি তীর্থ আবিভূত হএ এই প্রাচীন ধর্ম পুনরুত্থান মাত্র করেথাকে । জৈন পরমপরা অনুযায়ী চব্বিগোটি তীর্থ হছে - রুষভ, অজিত, সংভব, অভিনন্দন,সুমতি, পদ্মপ্রভ, পুষ্পদন্ত,শীতল,শ্রেয়াংস, বাসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত , ধর্ম,শান্তি , কুন্থু , অরি, মল্লি, মুনিসুব্রত, নিমি, অরিষ্টনেমি, পার্শ্বনাথ আর মহাবীর ।

যাকোবী আর অন্যকত বিদ্বান প্রথম তীর্থ রুষভঙ্ক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করেথাকে কিন্তু ঐতিহাসিকগণ পার্শ্বনাথ আর মহাবীর ব্যতীত অন্য কানু তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেনি । শ্রীমদভাগবত পঞ্চম স্কদ্ধ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ আর মনাস্মৃতিপরি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ মধে রুষভঙ্ক নাম উল্লেখ আছে । তাই এহা প্রমাণিত করে জৈনধর্ম মহাবীরথিকে মধ্য প্রাচীনতর ।

প্রথম তার্থঙ্ক রুষভঙ্ক বিষয় কথিঞ্জ আছে যে তাদের ডভাকনাম আদিশ্বাথ ছিল । সে অযোধ্যা রাজ্যর ক্ষত্রিয় বংশতে জন্ম গ্রহণ করেছিল । তাদের দুই পত্নী ছিল একটি পত্নী গর্ভথিকে ভরত ও ব্রহ্মী আর অন্য পত্নী গর্ভথিকে বহুবলী ও সুন্দরী জন্ম গ্রহণ করেছিল । রুষভ তাদের বর্র্ণমালা ,গণিতবিদ্যা আদি শিখেছিল । শেষে ভরতঙ্ক হস্ত রাজ্য সমর্পণ করে বনপ্রস্থ অবলম্বন করেছিল ।সন্যাসী ভাবে দূরদূরান্তর পরিভ্রমনকরে সে দিব্যজ্ঞান অধিকারী হএছিল আর শেষে কৈলাস পর্বত তাদের মহানির্বাণ হএছিল ।

তীর্থমানঙ্ক মধে অনেক অযোধাকে ইক্ষা বংশ জন্ম গ্রহণ করেছিল আর

সম্মেদপর্বততে নির্বাণ প্রাপ্তি হএছিল । জৈনগ্রন্থ গুণ তীর্থ পঞ্চ কল্যাণ যথা স্থ গর্ভস্থ হেবা, জন্ম, তপশ্চর্য্যা , কৈবল্যপ্রাপ্তি আর নির্বাণ সম্বদ্ধ একি প্রকার বর্র্ণনা দেখতে মিলে ।

ভগবান পর্শ্বনাথ পূর্ব তীর্থঙ্কর নাম নেমিনাথ । জৈন পরমপরা অনুযয়ী নেমিনাথ যাদবদের প্রিয়ছিল আর বাসুদেব কঅষ্ণসংপর্কীয় ভাই ছিল । সে শৌর্য্যপুর রাজা সমুদ্রবিজয় পাত্র ছিল । রাজা উগ্রসেন কন্যা রাজিমতি সহ তাদের বিবাহ হএছিল । কথিঞ্জ আছে যে রৈবত (গিরনার) পর্বত শিখিরে সে নির্বাণ

প্রাপ্ত হএছিল ।

পর্শ্ব ও মহাবীর

ভগবান পর্শ্বঙ্ক ঐতিহাসিকতাকু স্বীকার করছে। সে সস্কবত মহাবীরঙ্কথেকে দুহ পচশ্ব বর্ষপূর্বে বারাণাসীতে জন্ম গ্রহণ করছিল। তিরিশ বর্ষ বয়সে সে গৃহত্যাগ করে সন্যাসব্রত গ্রহণ করছিল এবং তেয়াশি দিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করে তত্পরদিন সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ছিল। সতুরি বর্ষ ধরি জৈনধর্মর প্রসার করে একশত তম বর্ষরে সম্মেদশিখিরে সে নির্জরা /ভ *করেছিল*।

ভগবান পর্শ্বঙ্ক প্রতিপাদিত জৈনধর্ম ভারতর বিভিন্ন ভাগতে প্রসার লাভ করেছিল। ভারতর মধ্যভাগ তথা পূর্বাঅঞ্চলর ক্ষত্রিয়মানঙ্ক মধ্যরে এহা অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল । বৈশালী এবং বিদেহর বজীগণ ভগবান পর্শ্বঙ্ক পরম ভক্ত ছিল। মহাবীরঙ্ক পরিবার মধ্য ভগবান পর্শ্বঙ্ক অনুগামী ছিল। তবে মহাবীর বাল্যাবস্থারু পর্শ্ব তথা তাঙ্ক প্রচারিত ধর্ম সহিত পরিচিত ছিল।মহাবীর পর্শ্বঙ্কু পুরুষাদানীয় বা লোকনেতা ভাবে মান্য

করছিল।

ভগবান পার্শ্বনাথ দ্বারা উপদিষ্ট চারটি ব্রত হল -অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য এবং অপরিগ্রহ। যদিও এহি ব্রত মধ্যতে ব্রহ্মচর্য্য অন্তর্নিহিত, তথাপি মহাবীরঙ্ক সময়তে জৈনসাধুগণ প্রচার কলে পার্শ্ব অব্রহ্মচর্য্যর নিষেধ করছিলনা।এহিধারণাজনে সেমানঙ্ক অচাররে শিথিলতা দেখাদিল। এই স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে মহাবীব ব্রহ্মচর্য্যকেএক স্বতন্ত্র ব্রতরূপে অবস্থাপন কল । উত্তরাধ্যয়ন সূত্রতে উল্লেখ আছে যে পার্শ্ব তথা মহাবীরঙ্ক অনুগামী দুই প্রকার মতভেদ ছিল । প্রথম ব্রতজনিত আর দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধানজনিত । পার্শ্ব চারটি ব্রতর উপদেশ দিএথাকবা স্থলে মহাবীর এইটিতে পঞ্চম ব্রত ব্রহ্মচর্য্যকে সংযোগ করেছিল আর সাধুরা পার্শ্ব ব্রহ্মচর্য্যকে অনুমতি দিএথাকবা স্থলে মহাবীর বস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ করেছিল ।

ভগবান মহাবীর মুনিদিকে নির্বস্ত্র রহিবাজনে পরামর্শ দিএছিল, তাই বুঝাবার জনে গৌতম পার্শ্ব ঋষ্যিকে বলেছিল -

“ ভগবান মহাবীর দেখলযে তাদের সময় মুনিরা বেশভূষাজনে আসক্ত হছে । মুনি জীবন আসক্তি হ্রাস করবা স্থলে তারা বেশ পরিপাটিপ্রতি আসক্ত হছে কেমতন ? তাই চিন্তা করে ভগবান তাইদিকে সদা নির্বস্ত রহিবাজনে পরামর্শ দিল । বেশভূষা তাইদিকে সাধারণ আবশ্যকতা থিকে পূর্ত্তি করছিল , মাত্র তাই মুক্তি সাধন নই । মুক্তি সাধন হছে - জ্ঞান, দর্শন আর চরিত্র । “

এই বিষয় পার্শ্ব আর মহাবীর মধে কানু মতভেদ নেই ।

শ্বেতম্বর ও দিগম্বর

জৈনধর্মতে দুই গোষ্ঠি সাধু দেখাযাএ - ১) শ্বেতম্বর ২) দিগম্বর
শ্বেতম্বর জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে । শুভ্রবস্ত্র তাদের পবিত্রতার প্রতীক ।তারা নরমপন্তী ভাবে পরিচিত । জৈনধর্ম মুখ্যভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা মার্জতি রুচিবোধ উপরে মধ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিল । " দিগম্বর " অর্থ হছে আকাশ যাহার বস্ত্র । দিগম্বর সাধু কোনু প্রকার বস্ত্র পরিধান নাকরে নগ্ন রহেছিল । গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাইদিকে " নগ্নদার্শনিক " বোলে উল্লেখ করেছিল ।সেই সংপ্রদায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নিরঙ্কুণভাবে রহেছিল , কিন্তু মুসলমান রাজত্ব " নগ্নতা " নিষিদ্ধ করেছিল ।

মহাবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জনে সে এই উভয় গোষ্টি মধ্য এক অপূর্ব সমন্বয় স্তাপন করেছিল । সময় দৃষ্টিতে কোনু গোষ্টি প্রচীন, সে বিষয় বিভিন্ন আলোচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছিল । কিন্তু এ সম্বদ্ধ কোনু নির্দ্ধষ্টি তথ্য আজপর্য্যন্ত মিলেনি । মূল জৈনধর্ম কেমতন প্রথমে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর বিভাজিত হএছিল, তার কারণে দর্শাতে যিএ আলেচকগণ বিভিন্ন কিংবদন্তি আশ্রয় নিএছিল ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযাই একবার মগধ রাজ্যতে দুর্ভিক্ষ পড়ল । সে সময়ে জৈনসংঘতে মুখ্য ছিল ভদ্রবাহু । এই মরুড়ি প্লকোপ থিকে রক্ষাপাবাজনে

সে বারহ ভিক্ষুঙ্ক সহিত দাক্ষিণাত্য যাত্রা কল । সে দিগম্বর ছিল আর দাক্ষিণাত্য মধ্য নিজ গোষ্টি পরমপরাকে নিষ্টার সহ পালন করছিল । তাদের অনুপস্থিত স্থুলভদ্র সংঘর মুখ্য দায়িত্ব নিএ সংঘর নীতি -নিয়ম কিছু কোহল করেছিল আর ভিক্ষুরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে অনুমতি প্রদান কল । কিছু বর্ষর পরে ভদ্রবাহু সংঘর এই অবস্থা দেখে ক্ষুবধ হএছিল মধ্য ভিক্ষুরা পুনরায় দিগম্বর হবা নিমিত বাধ্য করেছিলনি ।

শ্বেতম্বর আর দিগম্বর পারমপরা সৃষ্টিপিছুনে এক চমত্কার গল্প শুনতে মিলে ।শিবভূত নামে জনৈক শ্রমণ কোনু এক রাজা দীক্ষা গুরু ছিল সেই রাজা শিবিভূতি এক সুন্দর কম্বল উপহার স্বরূপ দিএছিল ।সেই কম্বল দেখে শিবিভুত গুরু তাকে বলিল যে সন্ন্যাসী কোনু বস্তুপ্রতি আসক্তিভাব রহিবা অনচিত । তাই সেই রাজদত্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত সে পরামর্শ দিএছিল । কিন্তু শিবিভূতকে সে কম্বলটি অত ভাললাব যে সে তাহা পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত কুণ্ঠিত হল । এক দিন শিবিভূতি অনুপস্থিতিতে তাদের গুরু সেই শীতবস্ত্রটি ছিন্নভিন্ন করেদিল । শিবিভূতি এই ঘটণা জানবা পরে ক্রোধান্বিত হএ প্রতিজ্ঞা কলযে সে তাদের অতি প্রিয় সামান্য এক বস্তুর অধিকারী হবাজনে অসমর্থ, তাহলে সে কোনু বস্তুপ্রতি আসক্ত হবেনা বা কোনু বস্ত্র পরিধান করবেনা । সর্বস্বত্যাগী হএ স্বধর্মরূপে সে নগ্নতা ধর্মকে গ্রহণ করবে ।

শিবিভূতির ভগ্নী সংঘতে সম্মিলিত হবা নিমিত্ত ৎচ্ছা প্রকাশ্ব করবা শিবিভূতি. বারণ কল যে জৈনসংঘ প্রবিষ্ট হবা নিমিত্ত নারীকে পুনরায় দচরুষভাবে জন্ম গ্রহণ করতেহবে । এই গল্প ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বদ্ধ

কচু বলাযাএনা , কিন্তু নারীরা যে দিগম্বর সংঘতে সম্মলিত হএ ছিলনি , তাই এই কাহাণী থিকে সুস্পষ্ট । মহাবীর জীবনচরিত তথা জৈনর্দ্ধন বিঙিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধ শ্বেতাম্বর ও বিগম্বর মধ্যে মত পার্থক্য দেখতে মিলে ।

শ্বেতাম্বর মতানুযায়ী মহাবীর যদি ত্রিশলাঙ্ক গর্ভথিকে জন্ম গ্রহণ করে তথাপি ভ্রুণ রূপরে সে প্রথমে ব্রহ্মণী যুবতী দেবানন্দাঙ্ক গর্ভরে স্থান পিসছে ।ভ্রুণ্স্ংচার তেয়াশী দিবসপরে ইন্দ্রদেবতা দ্বারা তাই দেবানন্দ গর্ভথিকে ত্রিশলাঙ্ক গর্ভথিকে স্থানান্তরিত হএছিল । এই কিংবদন্তি মুখ্যতঃ তিনটি জৈনগ্রন্থ - যথা আচারাঙ্গ , কল্পসূত্র তথা ভগবতী সূত্রতে দেখতেমিলে । যাকোবী মত অনাসারে মহাবীর পিতা রাজা সিদ্ধার্থঙ্ক দুটি পত্নী ছিল , ব্রাহ্মণী পত্নী দেবানন্দা ও ক্ষত্রিয় পত্নী ত্রিশলা । কিন্তু এহা গ্রহণ যোগ্য নই , সে সময়ে বেজাতি-বিবাহ এক গর্হতি অপরাধরূপে পরিগণিত হছিল । সর্বাঅপেক্ষা গ্রহণযোগ্যমত মত হছে মহাবীর পালিতা মাদেবানন্দা ছিল । এখানে আচারঙ্গা এক মতকে করাযাতেপারে । এইটি উল্লেখ আছে যে পাঞ্চ জণ ধাত্রী মহাবীরের যত্ন নিছল । তাদের মধে এক ধত্রী কাছথিকে স্তন্য পান করছিল । এ সমস্ত ঘটণাবলি দিগম্বররা ভ্রমাত্মক বোলে বিবেচনা করে এথি প্রতি কৌণসি গুরুত্ব আরোপ করছিলনি ।

শ্বেতাম্বর মতানুযাযী মহাবীর শৈশব থিকে চিন্তাশীল ছিল ও গৃহত্যাগী হবার সকল ইচ্ছা সত্ত্বে সে গৃহত্যাগ করতেপারছিলনি । মাত্র দিগম্বর কহে যে মহাবীর তিরিশ বর্ষর পর্য্যন্ত রাজকুমার মতন রাজভোগ করে

হঠাত সংসার অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুর হৃদয়ঙ্গম করে গৃহত্যাগ করেছিল ।

দিগম্বর মত অনুযায়ি পূর্ব ও আগম গ্রন্থগুন অনুপলবধ আর শ্বেতাম্বর অনুযায়ি কেবল আগমি গ্রন্থগুন সুরক্ষিত ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযায়ি মহাবীর বৈরাগ্য-বৃত্তিযুক্ত হএ মধ্য নিজের পিতা মাতা আত্মসন্তোষ বিধান নিমিত্ত জিতশত্রু কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেছিল কিন্তু দিগম্বর মততে মহাবীর বিবাহ কবে হলে হএনি ।

শ্বতাম্বর মত অনুযায়ি স্তী মধ্য তীর্থঙ্কর হতে পারে । তাইজনে স্তীদিকে দীক্ষিত করাযাছিল । কিন্তু দিগম্বর নারীদিকে সংঘ সম্মিলিত হবার জনে অনুমতি দিছল ।তাদের মতে কৈবল্যলাভ নিমিত্ত নারীদিকে পুনশ্চ পুরুষভাবে জন্ম নিতে হবে ।

আচার্য্যঙ্ক জীবনী সংপর্ক শ্বেতাম্বর চরিত শস্ক প্রয়োগ করবাস্থলে দিগম্বর পুরাণ শদ্ধ প্রয়োগ করেছিল ।

জৈন পুরাণ

যুন গ্রন্থ মান প্রাচীন মহাপুরুষমান পুণ্যচরিত বণর্ঞনা করাযাএ সে সবকে পুরাণ বলাযাএ ।জৈনধর্মর ত্রয় সংখ্যক বিশেষ প্রভাবশালী মানবীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ কল । তাকে শলাকা পুরুষ বলাযাএ । এই শলাকা পুরুষ মধ্যতে ২৪ জণা তীর্থঙ্কর ১২ জণ চক্রবর্তী , ৯ জণা বাসুদেব এবং ৯ জণা প্রতিবাসুদেব আছে ।এই মহাপুরুষ জীবন চরিত্র দর্শন করবা এই জৈন পুরাণ লক্ষ্য । দিগম্বর লোক এই গ্রন্থকে পুরাণ নামতে অভিহিত করে এবং শ্বেতাম্বর লোক একে চরিত্র বলে ।

রামায়ণ , মহাভারত তথা ভাগবত সুপ্রসিধ অখ্যোমান জৈলোক রাম, কৃষ্ণ এবং পাণ্ডব জৈনধর্ম অনুযায়ী বোলে ।ব্রাহ্মণ কথা সহিত জৈন তুলনা কলে মহত্বপূর্ণ্ঞ বিষয় জাণাপড়ে, যাই ধশত্তুঁখ ইশতডথ্য ত্তিহাস অত্যন্ত মূল্যবান ।

রামচরিত -রামচরিত সবথিকে প্রাচীন প্রতিপাদক কাব্যগ্রন্থ হল -

১) ফউমচরিয় - (পদ্মচরিত) যাই বিশুধ জৈন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃততে তথা আর্য্য ছন্দমানঙ্কতে নিবিধ করাগেছে।জৈনগ্রন্থমানঙ্কতে পদ্মভ অভিপ্রায় হল রামচন্দ্র।বিমলসূরি এ গ্রন্থর রচয়িতা অটে। পরিমাণ তথা সৌন্দর্য্য উভয়দৃষ্টিথেকে এ গ্রন্থহছে অনুপম।এতে একশো অঠর গোটি সর্গ (উশ্বেশ্য)আছে।এহার কবিতা অতিসুন্দর, স্বাভাবিক তথা সরস অটে।এ গ্রন্থকে আদর্শ মেনে পরবর্তী কালতে জৈনকবিরা রামচরিতর বর্ণ্ণনা করেআছে।পউমচরিয়ররচনা কাল হল বীরনির্বাণ সংবত ৫৩০বা বিক্রমী ৬০ শস্ক।

২)পদ্মচরিত - এহা প্রাকৃথ ফউমচরিয় হছে ইঠইৃখৃথ ণঊফ ঃ এহার রচয়িতা রবিষেণ , যে বিক্রমী ৬৩৪ এই কাব্য রত্ন রচনা কল । কবিতা দৃষ্টিষথ এহা হছে শ্মরঘনীয় রচনা । অনুষ্ট ছন্দ বিশেষতঃ প্রয়োগ আছে । এই পদ্য সরল হএ মধ্য স্বাভাবিকতা তথা সরসতা সস্কন্ন । জৈনকাব্য হবা কারণ হিংসা করবা দুষ্করিণাম বিস্তুত বর্ণ্ঞনা অনেক অধ্যায় মান করাগেছে ।

৩)উতরপুরাণ - ৩৮ পর্ব এবং হেমচন্দ্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ত্রিষষ্ঠঈশলাক পুরুষ চরিত সপ্তম পর্বর রামচরিত প্রশস্ত বর্ণ্ঞনা করাগেছে ।

মহাভারত কথা (১) ঢ়ডশঙশণথ খথাকে জৈন লোক নিজর করেছে ।

এই বিষয় সবথিকে প্রাচীন গ্রন্থ হরিবংশ পুরাণ বা অরিষ্টনেমি পুরাণ সংগ্রহ হরিবংশ । কবি জিনসেন এই গ্রন্থর রচয়িতা এবং ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দতে এই গ্রন্থ রচনা কল । এইটিতে কৃষ্ণ এবং বলরাম বিষয় জৈন দৃষ্টিতে নিবধ করাগেছে।কৃষ্ণঙ্ক সংগে সম্বন্ধ দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি বা নেমিঙ্কর জীবন চরিত নিবধ করাগেছে। এ কৃষ্ণঙ্কর মামার ছেলে ভাই ছিল।কবিঙ্ক মততে কৌরব, পাণ্ডব, কৃষ্ণ আদি সমস্ত মহাপুরুষজৈনধর্ম স্বীকার করে নির্বাণ প্রাপ্ত করেআছে। এগ্রন্থতে ৬৬গোটি সর্গ রহেছে।

২)সকলকীর্তী এবং তাঙ্ক শিষ্যজিনবাস ৫দশ শতাব্দিতে অন্য এক হরিবংশরচনা করেছিল।এ কাব্যগ্রন্থ কেবল ৪৯ গোটি অধ্যায় বিশিষ্ট এবং প্রথম হরিবংশ থেকে ছোট।

৩)মূলধারী দেবপ্রভু সুরি কাছাকাছি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দরে পাণ্ডবচরিত নামক গ্রন্থ লিখেছিল এথিরে ১৮টি সর্গ রহেছে, যহিঁতে মহাভারতর ১৮ গোটি পর্বর কথা সংক্ষেপরুপতে দিআগেছে। জৈনধর্ম সম্মত অনেক বিষয়র বর্ণ্ণনা মধ্যস্থানেস্থানে করাগেছে।

রাম এবং কৃষ্ণঙ্ক অতিরিক্ত অন্য মহাপুরুষ (শলাকা পুরুষ) মানঙ্কর চরিত নিম্নলিখিত গ্রন্থমানঙ্কতে নিবধ করাগেছে।

১)মহাপুরাণ- এহার পুরা নামহল ত্রিষষ্ঠীলক্ষণ মহাপুরাণ। এহার রচয়িতা আচার্য্য জিনসেন এবং তাঙ্ক শিষ্য গুণভদ্র। গ্রন্থর রচনাকাল হছে নবম শতকর আরম্ভ। জিনসেন ৬৩ জন শলাকাপুরুষঙ্ক জীবনচরিত লেখববা ইচ্ছাতে এ মহাপুরাণর আরম্ভ করেছিল।পরন্তু মাঝখানে তাঙ্কর দেহান্ত হএযাবা কারণ থেকে এডার পুর্তী তাঙ্ক শিষ্য বীরভদ্র

করেছিল।হাপুরাণ দুইভাগতে আছে । ক)আদিপুরাণ খ) উতরপুরাণ । আদিপুরাণ প্রথম তীর্থ আদিনাথ বা রুষভদেব চরিত রহেছে । উতরপুরাণতে অন্য ৬২ জণ শলাকা পুরুষ । আদিপুরাণ ১২ হাজার শ্লোক তথা ৪৭টি পর্ব বা অধ্যায় রহেছে ।

এই গ্রন্থতে জগতর সৃষ্টি তথা জৈনধর্ম উপদেশ সংগ্রহ করাগেছে । মহাপুরাণ রচয়িতা হল জৈনধর্ম সবথিকে প্রাচীন এবং হিন্দুধর্ম জৈনধর্মর হছে বিকৃত রূপ । জিনসেন রাষ্ট্রকূট নরেশ অমোঘবর্ষ (৮১৫-৮৭৭খ্রীষ্টাব্দ) প্রিয়পাত্র ছিল । অতঃ এই গ্রন্থর রচনাকাল নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ । এই জিনসেন হরিবংশ পুরাণ রচয়িতা জিনসেন সর্বদা ভিন্ন ।

২) ত্রীষষ্ঠীশলাকা পুরুষচরিত - প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্রচার্য্য এই গ্রন্থর রচয়িতা । এই দশটি পর্ব বা সর্গ আছে । শ্বেতাম্বর জৈনদের এই গ্রন্থ অনেক লোকপ্রিয় । এহার পরিশিষ্ট গ্রন্থ ঢ়ধ্য উপলস্ক হএ যাহার নাম হল পরিশিষ্ট পর্ব ।এই গ্রন্থ মহাবীর শিষ্য চরিত নিবিধ করাগেছে । শ্বেতাম্বর সক্রদায় অনুসার জৈনধর্ম ইতিহাস জাণবা এই গ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক । এহা প্রাচীন গল্প মধ্য বিশাল সংগ্রহ করাগেছে ।

পরবর্তী যুগতে জৈন কবিরা কতিপয় তীর্থ চরিতকে নিএ মনোরম কাব্য রচনা করাগেছে ।